দৈনিক ইত্তেফাক

পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিভাগ বা শ্রেণী নয় পয়েন্টভিত্তিক মেধা যাচাই করুন

গত সরকারের আমলে এ মর্মে একটি নিয়ম করা হয়েছিল যে, শিক্ষাজীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী থাকলে সে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে চাকরির জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং সে দরখাস্ত পর্যন্ত করতে পারবে না। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার জন্য ঐ নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয়, বেসরকারী বিভিন্ন স্থান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, এনজিও এমনকি সরকারী প্রতিষ্ঠানেও শর্ত জুড়ে দেয়া হচ্ছে যে, শিক্ষাজীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারীরা দরখাস্ত করতে পারবে না। অমানবিক, অযৌক্তিক, ঘৃণিত, অগণতান্ত্রিক এবং বৈষম্যমূলক কারো নিয়ম বহাল রাখার পেছনে কোন যৌক্তিকতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আছে বলে মনে হয় না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবার অধিকার সবার আছে। লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি পদ্ধতিসমূহ যেখানে প্রার্থী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত রয়েছে সেখানে একটি ৩য় বিভাগ/ শ্রেণীধারীদের অযোগ্যতা কোথায়? আর একটি মাত্র ৩য় বিভাগ/ শ্রেণী পেলেই যে সে মেধাহীন এটা ভাবার পেছনেও কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। নানা ঘটনা, দুর্ঘটনা এবং বিরূপ পরিবেশের কারণে শিক্ষাজীবনে একটি ৩য় বিভাগ/ শ্রেণী পাওয়া অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। এমন অনেক প্রার্থী আছে যাদের শিক্ষাজীবনে তিনটি প্রথম বিভাগ/ শ্রেণী রয়েছে এবং প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ঘটনাক্রমে একটি তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী পেয়ে গেছে। আর এই একটি তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণীর জন্য বাকী ভাল রেজাল্ট জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের অপাংক্তেয় ঘোষণা করে, সমাজের জঞ্জাল ভেবে দূরে রেখে মেধা যাচাই করা সম্পূর্ণ গণতন্ত্র পরিপন্থী কাজ। একটি তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারীর সবাই মেধাহীন নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনেক তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারী কর্মরত আছেন এবং তারা তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়েই তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে যাচ্ছে। এমনি আরো অনেক মেধাবী আছেন যাদের সুযোগের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। ঐ কালো নিয়ম। সুতরাং এর অবসান অতি জরুরী। মেধা যাচাই-এর জন্য একটি তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারীদের বাদ দেয়া কোন যুক্তিতেই আসে না। তাদেরকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে মেধা যাচাই করা হবে সঠিক পদ্ধতি। আর এ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার পয়েন্টভিত্তিক বিভাজন করলে সবার জন্য মঙ্গলময় হবে। বর্তমানে যেমন প্রার্থীদের কাছ থেকে সকল স্থলে দ্বিতীয় শ্রেণী/ বিভাগ (ন্যূনতম) চাওয়া হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে ন্যূনতম ৬ পয়েন্ট বা ৮ পয়েন্ট চওয়া হলে ক্ষতিটা কোথায়? আর এটাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণীধারীদর আলোকে মেধা যাচাইয়ের যুগোপযোগী পদ্ধতি বলেই মনে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম শ্রেণী/ বিভাগ= ৩ পয়েন্ট; দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণী= ২ পয়েন্ট এবং তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী/ বিশেষ পাস= ১ পয়েন্ট। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের কাছ থেকে পয়েন্টভিত্তিক যোগ্যতা চাওয়া হলে একদিকে যেমন সাপও মরবে অন্যদিকে আবার লাঠিও ভাঙবে না। এ যুক্তির আলোকে পয়েন্টভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া যেতে পারে অথবা ১৯৯১ সালের কিংবা তার পূর্বের একটি তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী গ্রহণযোগ্য করা যেতে পারে। পরিশেষে গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে বিনীত আবেদন রইল, কালো নিয়ম বাতিল করে যৌক্তিক, মানবিক, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন সর্বোপরি কল্যাণধর্মী নিয়মে প্রার্থীদের মেধা যাচাই করে তাদেরকে জনসম্পদে পরিণত করার সুব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য।

মিজানুর রহমান অনীক,
আমা বাজার, মহম্মদপুর, মাগুরা ৭৬৩০।

তারিখ 12 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...